দৈনিক ইনকিলাব

তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

UU-106

তারিখ 31 DEC 1988
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

শিক্ষাঙ্গন

শিক্ষার পরিবেশ

বাংলাদেশ বিপুল জন সংখ্যার দেশ। জন সংখ্যা অনুপাতে শিক্ষার হার যে নিতান্ত কম তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আমরা জানি, যে দেশে জন সংখ্যা বেশী সে দেশে শিক্ষিতের হারও বেশী হয়ে থাকে। কিন্তু আমাদের দেশের প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায়, এ দেশের এক-তৃতীয়াংশ লোক শিক্ষার আলো থেকে দূরে। তার এক মাত্র কারণ দারিদ্র্যতা। গ্রামের প্রতি লক্ষ্য করলে এ সত্যটা আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠে। গ্রামের অশিক্ষিত পিতা-মাতা সন্তানদেরকে শিক্ষার চেয়ে অল্প আয়ে শ্রমে খাটানো বেশী পছন্দ করে। কারণ তারা জানে না, শিক্ষা মানুষকে সুন্দর ও সাবলীল জীবন দান করে। গ্রামে যেহেতু শিক্ষায় অনগ্রসরতা বেশী সেহেতু সুশিক্ষা দেয়ার জন্য শিক্ষকের অভাবও বেশী পরিলক্ষিত হয়। যার জন্য দরিদ্র পিতা-মাতা তাদের সন্তানকে শিক্ষা দেয়ার নামে কুশিক্ষায় শিক্ষিত করতে চায় না। তারা উপলব্ধি করতে পেরেছে যে, এ দেশের স্কুল-কলেজগুলো অস্ত্রের কারখানায় পরিণত হয়েছে। কারণ শিক্ষা লাভ করতে গিয়ে যদি লাশ হয়ে বাড়ী ফিরতে হয় তাহলে এ শিক্ষা গ্রহণ করে কি লাভ?

আজ বিভিন্ন প্রকার অসুবিধা আমাদের শিক্ষা ক্ষেত্রকে গ্রাস করে ফেলেছে। একেতো দারিদ্র্যতা তদুপরি অভিভাবক মহলের উদাসীনতা ও হীনমন্যতার জন্য সুন্দর শিক্ষার পরিবেশ গড়ে উঠছে না। উন্নত বিশ্বের প্রতি তাকালে আমরা দেখতে পাই, সেসব দেশে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক। তাছাড়া ছেলে-মেয়েদের জন্য রয়েছে সুন্দর শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা। ফলে তারা হয়ে উঠে সুশিক্ষিত ও সুনাগরিক। আমরা কেন পারি না শিক্ষার সুন্দর পরিবেশকে ধরে রাখতে। আজ আমাদের শিক্ষা ক্ষেত্রে নেই অতীতের জৌলুস ও শান্ত পরিবেশ।

আজ শিক্ষা ক্ষেত্রে চলছে সন্ত্রাসের রাজত্ব। অতীতে আমরা শিক্ষা ক্ষেত্রকে পবিত্র মনে করতাম। ছাত্র-শিক্ষককের মধ্যে যুদ্ধাংদেহী ভাব। শিক্ষক ছাত্রকে দেখলে ভয় পায়। যার ফলে শিক্ষাঙ্গনে নেমে আসছে মারাত্মক অনিয়ম ও অরাজকতা। শিক্ষার্থীরা যখন শিক্ষা গ্রহণ করতে গিয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলে জড়িয়ে পড়ে তখন তারা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে একে অপরকে ধ্বংস করার জন্য লিপ্ত হয়। ফলে শিক্ষাঙ্গনে নেমে আসে আশংকাসংকেত। অতীতে এদেশে শিক্ষাঙ্গন ছিল না। সে সময় শিক্ষার্থীরা সর্বক্ষণ শিক্ষাঙ্গনের শৃংখলা ও পবিত্রতা বজায় রেখে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে গেছে এবং দেশ গড়ার কাজে অনেক সুনাম রেখে গেছে।

কিন্তু আজ, দেশে রাজনীতির নামে কতিপয় অরাজনৈতিক দল সৃষ্টি হওয়ার ফলে শিক্ষা ক্ষেত্রে এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু এককভাবে কোন রাজনৈতিক দলকেও শিক্ষার পরিবেশকে কলঙ্কিত করার জন্য দায়ী করা যায় না। এর মূলে রয়েছে কিছু ছাত্র নামধারী যুবক। এসব যুবককে বহিষ্কার করতে হবে। নতুবা শিক্ষার পরিবেশ আদৌ শান্ত থাকবে না। এ অবস্থায় শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস রোধে তথা শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে দেশের সকল জনগণ ও রাজনৈতিক দলকে এগিয়ে আসতে হবে। দেশের বৃহত্তম অশিক্ষিত জনগোষ্ঠীকে শিক্ষার আলো দিতে হবে।

—মোঃ আবদুর রশিদ

একই দিনে দু'টি বিষয়ের পরীক্ষা

দেশে দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিভাগ প্রাপ্ত এবং ফেল করা ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যাই বেশী। তাদের অনেকেই বাংলা এবং ইংরেজীতে অপেক্ষাকৃত কম নম্বর পায় অথবা ফেল করে। প্রথম বিভাগ প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যেও এমন অনেকে আছে যারা বাংলা এবং ইংরেজীতে আশানুরূপ নম্বর পায় না। এসএসসি এবং এইচএসসি পরীক্ষায় একই দিনে বাংলা এবং ইংরেজী প্রত্যেকটির প্রথমপত্র এবং দ্বিতীয়পত্র বিষয়ে মোট ২০০ নম্বরের পরীক্ষা থাকায় উক্ত বিষয়সমূহের পাঠসূচী পুনঃঅধ্যয়ন করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠে না বিধায় তারা উপরোক্ত ফল লাভ করে। তাই ছাত্র-ছাত্রীদের ভাল রেজাল্ট, পাস এবং ফেল করার দিকটা বিবেচনা করে প্রতিদিন ১০০ নম্বরের পরীক্ষা দিতে অনুমতি দেওয়ার জন্য শিক্ষা মন্ত্রালয় সমীপে আবেদন জানাচ্ছি।

—মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন,
পোঃ বরাব,
উপজেলাঃ সোনারগাঁও,
নারায়ণগঞ্জ-১৪৪১।